পূজারী অ্যাটলান্টা
দূর্গা পূজা ২০০২

Pujari Atlanta
Durga Puja 2002

International Farmers Market

International Products

Fresh Fruits &Vegetables

Halal Meat

Fresh Cut Flowers

Live Seafood

Beer & Wine

Cheese, Dairy, Deli, & Bakery

Many More Different Products

Two Locations:

IFM # 1	***IFM # 2***
1- 5193 Peachtree Industrial Blvd. **Chamblee, GA 30341** **Tel: 770-455-1777** **Fax: 770-451-7474**	**2- 5380 Jonesboro Road** **Lake City, GA 30260** **Tel: 404-361-7522** **Fax: 404-475-0581**

Coming soon IFM # 3 at Jimmy Carter Blvd. Norcross, GA

সম্পাদকীয়

দূর্গা পূজা ছোটবড় নির্বিশেষে সমস্ত বাঙ্গালীর অতি প্রিয় উৎসব। এই এক অনুষ্ঠান যখন সকলেই প্রাণ খুলে সবার সাথে মেলামেশা করার সুযোগ পায় এবং দেবীর আরাধনায় নিজেদের সমর্পণ করে। গান, বাজনা, হই হট্টগোল, আনন্দ উচ্ছ্বাস এবং জীবনের নানা সুরের অভিব্যাক্তি প্রকাশ পায় মানুষের মধ্যে এবং এনে দেয় নানা রঙের সংমিশ্রন।

পূজারীর তরফ থেকে ২০০২ সালে দূর্গা পূজায় আপনাকে ও আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ এবং অনুষ্ঠানে যোগদান করে একে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনাদের সামনে কিছু ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের লেখা উপস্থাপনা করলাম। আশা করি পড়ে আপনাদের ভালো লাগবে।

PROGRAMME SCHEDULE

Art Competition

Age Groups : Ages 9 & under
and
Ages 9-14 years
Organized by: Swagata Dutta

Quiz

Group A : Ages 9 & under
And
Group B : Ages 9-14 years
Organized by: Sushanta Saha

Opening song : Jaba Ghosh
Recitation : Rik Saha
Violin: Anisha Datta
Song: Jayanti Lahiri
Piano: Biplab Panda
Dance: Priyanka Roy
Song: Susmita Datta
Piano: Rohit Roy
Song: Raktim Sen
Instrumental: Riyan,Dale and Lia Watt
Song: Indrani Ganguly

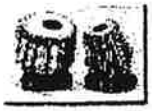

Dance Drama

ANDHAK DANABER KHNOJE

Kashmir is a very beautiful and calm place.Everybody living here is very happy. All the visitors are also enjoying and are charmed to see the beauty, happines, and simple living of this country. Watching all these, a cruel and selfish beast one day stole the sun of Kashmir, and ran away. Suddenly there is nothing but a bad, dark climate with all unhappiness and ugliness over the Kashmir. There lived a little girl, named, Champa was feeling very sad to see this and decided to take the sun back to the Kashmir and left the home. One day She has reached to Punjab where the priest of Golden temple gave her a KRIPAN to kill the naughty beist. THen she was moving to Rajasthan, Himachal pradesh., Southern part of India, then assam.Gujrat, and Couldn`t find the beist. Finally. she has reached to Bengal Where she could find the beist ,hiding behind the Bay of Bengal. Finally she was able to kill the beast and replace the sun where it was.

Participants: Ananya Roy, Molly Paul,Sejuti Banik, Samprit Dey, Ahona Chatterjee, Kuheli Mitra, Kriti Nandi, Banhi Nandi,,Mayna Ghosh, Sutapa Das, Rima Saha, Deb Chatterjee, Arushi Das, Shrinka Roy, Sanchari Roy and Raj Das

Directed by Banhi Nandi

Song: Rakhi Banerjee
Instrumental: Amitava Sen
Song: Asok Basu
Song: Dipanka Dutta

BREAK FOR AARATI

Drama (Third Theater)

HOTTO MALLAR OPARE.

Participants: Anindya Dey, Prasenjit Dutta, Sutapa Das, Susanta Saha, Rima Saha, Jaba Ghosh, Kanti Das, Molly Pal, Mamata Pal, Rima Saha, Kallol Nandi.

Written by Badal Sarkar
Directed by Kallol Nandi

মহিষাসুরমর্দিনী

সমর মিত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিনটি কাহিনীর প্রথমটিতে আমরা মধু ও কৈটভ এই দুটি অসুরের জন্ম ও বিনাশের বর্ণনা পাই। যে দেবীর শক্তিতে অসুর বিনাশ হয়েছিল তিনি মহাকালী নামে খ্যাতা। তৃতীয় কাহিনীর দেবী মহাসরস্বতী যিনি শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুটি প্রবল পরাক্রান্ত অসুরদের বিনাশ করে দেবতাদের হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কাহিনীটি মহিষাসুরকে নিয়ে যে দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে নিজেই তার অধীশ্বর হয়েছিল। এই মহিষাসুরকে যে দেবী বধ করেছিলেন তিনি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহালক্ষ্মী নামে পরিচিতা তবে বাঙালীদের কাছে তিনিই মা দুর্গা। এই দেবীর আবির্ভাবের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে শুনিয়েছেন মেধাঋষি মহারাজা সুরথ আর বৈশ্য সমাধিকে শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেই শ্লোকগুলির ভাবার্থ মোটামুটি এইরকম -

যখন মহিষাসুর অসুরাধিপতি
আর দেবতার রাজা ছিল পুরন্দর,
সে সময় দেবাসুরে হয়েছিল অতি
ঘোর যুদ্ধ পূর্ণ এক শত বৎসর। ১

অসুরসেনানী সেই মহাবলবান
জয় করি দেবসৈন্যে আনিল স্ববশে,
হার মানি দেবতারা করিল প্রদান
ইন্দ্রত্ব মহিষাসুরে বাধ্য হয়ে শেষে। ২

লয়ে পদ্মযোনি প্রজাপতিকে সম্মুখে
পরাজিত দেবগণ করিল গমন
যেথা আছে আশুতোষ আর আছে সুখে
গরুড় ধ্বজেতে যার সেই নারায়ন। ৩

উপবিষ্ট বিষ্ণু আর শিবেরে প্রণমি
আদ্যোপান্ত দেবগণ করে নিবেদন
পরাভবি তাহাদের ত্রিলোকের স্বামী
কেমনে মহিষাসুর হয়েছে এখন। ৪

সূর্য্য ইন্দ্র অগ্নি আর বায়ু চন্দ্র যম
বরুণাদি দেবতারা সব অধিকার
হারাইয়া করে ভোগ দুর্দশা চরম
ভাবিছে কেমনে এর হবে প্রতিকার। ৫

দুরাত্মা মহিষাসুর দ্বারা দেবগণ
স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়ে এই ভবে
মরণশীলের মত করে বিচরন
লাঞ্ছনার তীব্র জ্বালা সহিয়া নীরবে। ৬

দেবশত্রুদের অত্যাচার সবিস্তারে
বর্নি ব্রহ্মা শিব আর নারায়ণে বলে,
এসেছি শরন নিতে তোমাদের দ্বারে
অসুরের বধোপায় কর সবে মিলে। ৭

শুনি দেবনিগ্রহের সব বিবরন
ক্রোধান্বিত শম্ভু আর মধুসূদনের
ভ্রুকুটি কুটিল হল গম্ভীর আনন
নিধন আসন্ন বুঝি হল অসুরের। ৮

চক্রধারী বিষ্ণু আর ব্রহ্মা ও শিবের
বদন হতে সে ক্রোধ হল নিষ্ক্রামিত
মহাতেজরূপে, দেখি দেহ দেবেন্দ্রের,
অন্যান্য দেবতাদের হল বিকম্পিত। ৯

কম্পমান সব দেবদেহ হতে ক্রমে
বহির্গত হল আরো বহু তেজোরাশি,
সম্মিলিত হয়ে তাহা সেই দেবাশ্রমে
চমকিত করে সবে গগন উদ্ভাসি। ১০

সর্বদেবদেহজাত সে তেজ বিস্তৃত
হল দিকে ও দিগন্তে, দেখে সুরগন
অতুল সে জ্যোতিপুঞ্জ হইয়া সংহৃত
জ্বলন্ত পর্বতরূপ করেছে ধারন। ১১

সম্মিলিত দেবশক্তি হল ঘনীভূত
আরো, অতঃপর ব্যাপ্ত করি ত্রিভুবন
স্বদ্যুতিতে, দেবগণে করি অভিভূত
অপরূপা নারী এক দিল দরশন। ১২

শম্ভুর তেজেতে সৃষ্ট দেবীর বদন
কেশ সৃষ্ট যমতেজে, ভ্রুদ্বয় সন্ধ্যার,
দন্ত প্রজাপতি তেজে, অনিল শ্রবন,
দেহমধ্য ইন্দ্র, আর চরন ব্রহ্মার। ১৩

করাঙ্গুলি বসুতেজে, পদাঙ্গুলি রবি,
বিষ্ণুতেজে বাহু আর চন্দ্রতেজে স্তন,
জঙ্ঘা উরু বরুণের, নিতম্ব পৃথিবী,
কুবের নাসিকা আর অগ্নি ত্রিনয়ন। ১৪

অন্য অন্য দেবতার তেজেতে শিবার
অন্য অন্য অংশ সৃষ্ট হয়ে করে পূর্ণ
দেবীদেহ, সেই দৃশ্যে আনন্দ সবার,
মহিষাসুরের ঘোর দর্প হবে চূর্ণ। ১৫

দেবীকে পিনাকপানি দিল উপহার
শূল হতে শূলান্তর করিয়া সৃজন,
চক্রধারী চক্র দিল চক্র হতে আর
বরুণ শঙ্খ ও পাশ, শক্তি হুতাশন। ১৬

মরুৎ ধনুক দিল আরো দিল আনি
বাণপূর্ণ দুই তূণ সুবিশাল অতি,
দণ্ড হতে দণ্ডান্তর দিল দণ্ডপানি
অক্ষমালা কমণ্ডলু ব্রহ্মা প্রজাপতি। ১৭

ঐরাবতগজকণ্ঠ হতে ঘণ্টা আর
বজ্র হতে বজ্রান্তর করি আকর্ষণ,
ভক্তিনম্রচিত্তে আনি দিল উপহার
অমরাধিপতি ইন্দ্র সহস্রলোচন। ১৮

সর্বরোমকূপে রশ্মি দিল দিবাকর,
খড়্গ ও নির্মল চর্ম আনি দিল কাল,
মনোরম হার দুই অজর অম্বর,
ক্ষীরোদসমুদ্র দানে হইল উত্তাল। ১৯

দিল দিব্য চূড়ামনি অঙ্গদ কুণ্ডল,
শুভ্র অর্ধচন্দ্র আর বাহুর কেয়ূর,
সর্ব অঙ্গুলির অঙ্গুরীয়ক উজ্জ্বল,
অনুপম গ্রীবাবন্ধ, দুইটি নূপুর। ২০

বিশ্বকর্মা দিল অতি নির্মল কুঠার,
নানা অস্ত্র আর বর্ম উজ্জ্বল অভেদ্য,
অম্লান পঙ্কজ দিয়ে শির বক্ষ হার,
জলধির দান আরো এক মহাপদ্ম। ২১

সিংহবাহিনীকে সিংহ দিল হিমগিরি,
দিল আরো নানাবিধ মনি আর রত্ন,
ধনপতি দিল এক পাত্র সুরা ভরি,
আশ্চর্য্য সে পানপাত্র নাহি হয় শূন্য। ২২

সর্বনাগাধিপ যেই মহাবীর্য্যবান
বহিছে আপন শিরে পৃথিবীর ভার,
করিল সে শেষনাগ দেবীকে প্রদান
মহামনিবিভূষিত এক নাগহার। ২৩

অবশিষ্ট সুরগণ আনি দিল বহু
দিব্য অস্ত্রশস্ত্র আর বসনভূষন,
সম্মানিতা দেবী অট্টহাসে মুহুর্মুহু,
সেই তীক্ষ্ণ উচ্চনাদে ভরিল গগন। ২৪

এর পরে দেবীর সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ সুরু হল। এক এক করে মহিষাসুরের প্রধান প্রধান সেনাপতিরা বিনষ্ট হলে সবার শেষে মহিষাসুর এল যুদ্ধ করতে। দেবী তাকেও হত্যা করলে দেবতা ঋষি ও গন্ধর্বরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন আর ইন্দ্র আদি দেবতারা তাদের লুপ্ত অধিকার ফিরে পেয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে দেবীর স্তব করেছিলেন চতুর্থ অধ্যায়ের যে শ্লোকগুলির মাধ্যমে, তার ভাবার্থ হল -

মহাবীর্য্যবান সেই দেবতার অরি
দুরাত্মা মহিষাসুর চন্ডিকার অস্ত্রে
সসৈন্যে নিহত হলে, পুলকে শিহরি
দেবগন দেবীস্তুতি করে রনক্ষেত্রে। ১

ইন্দ্র আদি দেবতার বিমর্ষ কায়ার
হর্ষোদ্গমে চারুদেহে হয় রূপান্তর,
চতুর্বিধ বাক্যে স্তব করে চন্ডিকার
গ্রীবা স্কন্ধ নত আর জোড় করি কর। ২

শক্তিভূতা যেই দেবী সর্বদেবতার
যাহার শক্তিতে পরিব্যাপ্ত সর্বস্থান,
দেবতা মহর্ষিস্তুতা সেই অম্বিকার
ভক্তিনত সন্তানেরা যাচিছে কল্যান। ৩

ভগবান অনন্ত ও ব্রহ্মা হর যার
অতুল প্রভাবশক্তি না পারে বর্নিতে,
পালিতে অখিল বিশ্ব হোক মতি তার,
আরো হোক অশুভের ভয় বিনাশিতে। ৪

লক্ষ্মী যেই সৎকর্মকারীর আলয়ে,
অলক্ষ্মীরূপেও সেই গৃহে পাপকের,
অধিষ্ঠাত্রী বুদ্ধিরূপে বিবেকিহৃদয়ে,
অন্তরেও সেই দেবী শ্রদ্ধা সজ্জনের। ৫

অকার্য্যে বিমুখ করে বিরাজে অন্তরে
সেই দেবী লজ্জারূপে তার, যেই জন
সৎকুলে লভেছে জন্ম, প্রনমি তোমারে
তুমি মাতা, এই বিশ্ব করগো পালন। ৬

রণক্ষেত্রে প্রকটিত চরিত্র আশ্চর্য্য,
অচিন্ত্য তোমার রূপ বর্নিব কেমনে,
অসংখ্য অসুরধ্বংসী দেবি, তব বীর্য্য
অতিক্রম করিয়াছে দেবাসুরগনে। ৭

হেতু সর্বজগতের ত্রিগুনস্বরূপে
হরি হর আদি যারে ধ্যানে নাহি পায়,
বাসনা সংশয় আর অবিশ্বাসরূপে
পতিত কেমনে মোরা জানিব তোমায়। ৮

চরাচর ত্রিভুবন তোমার আশ্রিত,
তোমারই অংশভূত, তোমারই শক্তি,
অব্যাকৃতা তুমি, সব তোমাতেই স্থিত,
আদ্যাশক্তি তুমি মাগো পরমা প্রকৃতি। ৯

যজ্ঞকালে স্বাহামন্ত্ররূপা মা তোমার
উচ্চারণে পরিতৃপ্ত হয় সুরগন,
স্বধামন্ত্র হয়ে মাগো তুমিই আবার
যজ্ঞে হও পিতৃদের তৃপ্তির কারন। ১০

মোক্ষার্থী সংযতেন্দ্রিয় দোষমুক্ত মুনি
বুঝি পরমার্থতত্ত্ব যগ্ন ধ্যানে যার,
সেই দেবী ভগবতী মুক্তিপ্রদায়িনী,
অচিন্ত্য পরমা বিদ্যা সর্বতসার। ১১

তুমি শব্দরূপা, মুনিঋষিসংকলিত
সুপবিত্র ঋক্‌যজু আর গীয়মান
উচ্চৈঃস্বরে রম্যপদপাঠ সমন্বিত,
সেই সামবেদেরও মা তুমিই নিধান। ১২

পরমা ত্রিবেদরূপা দেবী ভগবতী,
শক্তি তুমি সংসারের স্থিতি রক্ষনের,
বার্তারূপে হয়ে সর্বজগতের আর্তি,
তুমি মা বহনো ভার যোগ ও ক্ষেমের। ১৩

শাস্ত্র তুমি নও শুধু মেধাও আবার,
অখিল শাস্ত্রের অর্থধারনারূপিনী,
তুমি দুর্গা এ দুস্তর ভবপারাবার
মাগো তুমি, তরিবার অসঙ্গা তরনী। ১৪

মধু ও কৈটভহন্তা শ্রীভগবানের
লক্ষ্মীরূপে তুমি হও হৃদয়বাসিনী,
অর্ধচন্দ্র শিরে যার সে মহাদেবের
তেমনিই গৌরী তুমি অংকবিহারিনী। ১৫

পরিপূর্ন চন্দ্রবিম্বসম মনোহর
নির্মল মুখের মধুর ঈষৎ হাসি,
দেখি ধন্য মোরা, আরো দেখি যে সুন্দর
তোমার কনকোত্তম দেহরূপরাশি। ১৬

অত্যন্ত অদ্ভুৎ কিন্তু, নয়নাভিরাম
তোমার ঐ হাসি আর সৌন্দর্য্য অপার,
দেখি সে মহিষাসুর ক্রোধে অবিশ্রাম
পারিল তোমাকে তবু করিতে প্রহার। ১৭

আরো কি আশ্চর্য্য, দেখি সে উদীয়মান
চন্দ্রসম মুখ ক্রোধে ভ্রুকুটি করাল,
তখনি মহিষাসুর হারাল না প্রান,
কেমনে সে ছিল বেঁচে দেখি মহাকাল। ১৮

দেখিলাম এই যুদ্ধে তোমার কৃপায়
সম্পূর্ন বিলয় হল সম্মুখে মোদের,
তোমার ক্রোধের দীপ্ত অনলশিখায়
সুবিপুল বাহিনীর মহিষাসুরের। ১৯

প্রসন্না তোমার অভ্যুদয়রূপ দান
যারা পায় আরো তারা হয় মহাবল,
পেয়ে ধন যশ আর জনপদে মান
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বিধ ফল। ২০

তোমার কৃপায় মহাভাগ্যবান তারা
আরো পায় সেই সাথে সুপুণ্যের ফলে
স্বাস্থ্যবান ও বিনীত পুত্র ভৃত্য দারা
তোমার আশ্রিত তারা ধন্য ধরাতলে। ২১

সুকৃতিশালীরা দেবি, তোমার প্রসাদে
প্রতিদিন প্রতি কর্ম করি ধর্মময়,
অতি শ্রদ্ধাভরে আর পরম আহ্লাদে
অনুষ্ঠান করে মনে হয়ে নিঃসংশয়। ২২

পুন্যকর্ম করি তারা তোমার প্রভাবে
সেই কর্মফলে স্বর্গ আর মোক্ষ পায়,
ফলপ্রদায়িনি দেবি, তুমি এইভাবে
ত্রিলোকের মঙ্গলের করিছ উপায়। ২৩

বিপন্ন যে জন করে তোমাকে স্মরন
তুমি তারে কর সর্ব ভয় হতে ত্রান,
সুসময়ে মনে তোমা যে করে চিন্তন
অতি শুভ মতি তুমি তারে কর দান। ২৪

দারিদ্রের পরে দুঃখ, দুঃখ হতে ভয়,
মুক্ত কর সর্বজীবে কৃপায় তোমার,
তুমি ছাড়া কেবা সদা এমন সদয়
আর্দ্রচিত্তে সবাকার করে উপকার। ২৫

অসুরবিনাশে সুখ হবে সবাকার,
পাপের কলুষমুক্ত হবে এ ভুবন,
তারাও লভুক স্বর্গ ভাবি পুনর্বার
সংগ্রামে তাদের তুমি করিলে নিধন। ২৬

তুমি শুধু রোষকষায়িত দৃষ্টিপাতে
পারিতে অসুরকুল ভস্ম করিবারে
তবু তুমি যুদ্ধ করি অস্ত্রের আঘাতে
পাঠাইলে তাহাদের ভবনদীপারে। ২৭

বুঝিলাম কি কারণে এই ব্যবহার
মহাসুরদের হবে উচ্চলোকে গতি,
দেহত্যাজি পূতশস্ত্র আঘাতে তোমার,
অপূর্ব তোমার এই মতি শত্রুপ্রতি। ২৮

শূলাগ্রের দীপ্তি আর খড়্গের প্রভায়
অসুরেরা চক্ষুহীন হয়নি, কারন
দৃষ্টিতে তাদের ছিল চন্দ্রের কলায়
বিভূষিত জ্যোতির্ময় তোমার আনন। ২৯

দুর্বৃত্তকে বৃত্তিহীন কর নিজ গুনে
অতুল তোমার রূপ অতীত চিন্তার,
স্বশক্তিতে হত্যা কর দেবশত্রুগনে,
বৈরিপ্রতি তোমা ছাড়া এত দয়া কার ? ৩০

তুমি দেবী বরদাত্রী এই ত্রিভুবনে,
তুলনা কোথায় পরাক্রমের তোমার,
মনোহর রূপ তবু ভীত শত্রুগনে,
সমরে নিস্তুর কিন্তু আধার কৃপার। ৩১

দিলে স্বর্গ শত্রুদের যুদ্ধে করি ক্ষয়,
অখিল ত্রিলোক লভে সেই সাথে ত্রান,
দেখিয়া হয়েছে দূর অসুরের ভয়,
প্রনত আমরা মাগো তোমার সন্তান। ৩২

রক্ষা কর আমাদের ঈশ্বরী অম্বিকা,
শূল খড়্গ ঘন্টাধ্বনি ধনুর্জ্যা নিঃস্বনে,
পশ্চিম দক্ষিন পূর্ব উত্তর চন্ডিকা,
সর্বদিক রক্ষ নিজ শূলের ঘূর্ননে। ৩৩

কভু ধরি সৌম্যমূর্ত্তি কভু ঘোর অতি
এই ত্রিভুবনে তুমি কর বিচরন,
সেই সব রূপে মাগো করি এ মিনতি
রক্ষা কর আমাদের আর এ ভুবন। ৩৪

দেখি যে যা ঐ করপল্লবে তোমার
খড়্গ শূল গদা আদি নানা প্রহরন,
সেই সব অস্ত্রে শস্ত্রে মোদের রক্ষার
ভার তুমি সর্বভাবে করগো গ্রহন। ৩৫

ঋষি কহে, স্তব সাঙ্গ হলে দেবগন
সুগন্ধ নন্দনবনজাত পুষ্পে আর
দিব্য গন্ধানুলেপনে করিল অর্চন
সেই দেবী ভগবতী জগদ্ধাত্রী যার। ৩৬

দিব্যধূপে পূজারতি অন্তে ভক্তিভরে
সুরগন প্রনমিল দেবীর চরনে,
তুষ্টা হয়ে সম্বোধিল দেবী স্নিগ্ধস্বরে
শ্রদ্ধানত দেবগনে প্রসন্নবদনে। ৩৭

বলে দেবী, পরিতৃপ্ত আমি দেবগন
তোমাদের স্তবে আর পূজা অর্চনায়
অভিলাষ তোমাদের করিব পূরন,
অসংশয়ে মাগ বর যাহা মন চায়। ৩৮

মহানন্দে দেবগন হয়ে কৃতাঞ্জলি
বলে তুমি মহেশ্বরি, কৃপার আধার,
বিনাশি মহিষাসুরে দিয়েছ সকলি,
আর কিছু বাকি মাগো নাই চাহিবার। ৩৯

তবু বর দিবে যদি হিমাচলসুতা
শোন মাতঃ সন্তানের এই অভিলাষ,
স্মরন করিবামাত্র হয়ে আবির্ভূতা
আমাদের শত্রু তুমি করিও বিনাশ। ৪০

হে অম্বিকে, আরো চাহি যে সব মানব
পূজিবে তোমারে এই স্তবে, তাহাদের
জ্ঞান ঋদ্ধি ধন পরাসম্পদ বৈভব
দৃষ্টিতে করিও বৃদ্ধি অমলাননের। ৪১

ঋষি বলে, নিজেদের আর জগতের
এইরূপে দেবগন চাহিলে কল্যান,
প্রসন্না হইয়া নৃপ, সম্মুখে তাদের
' তাই হোক ' বলি দেবী হল অন্তর্ধান। ৪২

শ্রীশ্রীচন্ডীর দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় জুড়ে মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাব থেকে অন্তর্ধানের মনোজ্ঞ বর্ননা মেধাঋষির মুখ দিয়ে আমাদের শুনিয়েছেন এই পুন্যগ্রন্থের রচয়িতা মার্কণ্ডেয়মুনি। দেবতারা হারানো রাজ্য ফিরে পেয়ে দেবীর যেভাবে স্তুতি করেছেন তা মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী বর দিতে চাইলে দেবতারা বললেন যে ভবিষ্যতে বিপদগ্রস্ত হয়ে দেবীকে স্মরন করলে এইরকমভাবে তিনি যেন বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। লক্ষণীয় যে সবশেষে মর্ত্যবাসীদের কথা স্মরন করে তাঁরা প্রার্থনা করলেন যে মানুষরাও যদি এইভাবে স্তব করে তাঁর পূজো করে তাহলে তিনি যেন তাঁদেরও আকাংখা পূরন করেন।

আত্মশুদ্ধি

অজিত কুমার দে

নেতাজি! ক্ষমা কর আমাদের,
তোমার অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের।
যারা 'খণ্ডিত' স্বাধীনতায়
হয়ে আত্মতুষ্ট, বিকোয়ে
নিযেদের। স্বার্থান্ধতা আর
সিদ্ধিলাভের চূড়ো থেকে বার বার
ছড়ায় মেকি দেশপ্রেম। লোটে মুনাফা--
প্রতিদানে পায় 'দেশরত্ন' শিরোপা।

A Better Way to Save for College!

Have You Heard of 529 College Savings Plans?

With college costs rising twice as fast as inflation, in 18 years a four year education at the average private college may cost more than $200,000.* Savers need a plan that can make the most of their savings.

*College Board, 2001

WITH 529 COLLEGE SAVINGS PLANS

- Your earnings grow Tax Deferred.
- Qualified Withdrawals are federally tax free beginning in 2002.
- Proceeds can be used at almost any college in the country
- High annual contribution limits
- Flexibility to Change Beneficiaries
- Variety of Investment Options
- No Income Limitations for Contributions
- Estate Planning Benefits

Call for Your FREE Guide to 529 Plans

SHALIN FINANCIAL SERVICES, INC.
Rajesh Jyotishi, CEP, MCEP, CSA
770-451-1932 • 800-451-5561
2378 Shallowford Terrace, Atlanta, GA 3034-3706
www.ShalinFinancial.com
Email: Info@ShalinFinancial.com

Securities Offered thru FSC SECURITIES CORPORATION
A Registered Broker Dealer Member NASD SIPC

যেন দেবদাস আর পারুল

রেখা মিত্র

খবর পেলাম আটলান্টায় সেকালের কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের দেবদাসের সিনেমা এসেছে বাংলাভাষায়। বলেকয়ে আমার কর্ত্তাকে রাজী করিয়ে সিনেমা দেখতে গেলাম আরো কয়েকজন উৎসাহীদের সঙ্গে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেই গরম গরম সিঙ্গাড়া পাওয়া যাচ্ছে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে চাটনি দিয়ে সিঙ্গাড়া খেয়ে হলের মধ্যে ঢুকে হতাশ হলাম একটু। অত বড়ো হলঘরে মাত্র জনা কুড়িক লোক। সিনেমাটাও তেমন ভালো লাগল না, আমার কর্ত্তার তো একেবারেই না। তাঁর ছেলেবেলার কলকাতায় দেবদাসের ভূমিকায় প্রমথেশ বড়ুয়ার সেই অভিনয় মনে যে কি গভীর দাগ কেটেছিল বারবার সেই কথা বলছিলেন।

সে অভিনয় দেখার সুযোগ আমার হয়নি তবে আমাদের ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আমরা খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়তাম। ছবিটা দেখতে দেখতে সেই বহুদিন আগে পড়া বইটার ঘটনাগুলো যেমন মনে পড়তে লাগল তেমনি সেই সঙ্গে সিনেমার পর্দায় বাংলাদেশের গ্রামের সেই পরিবেশের ছবি দেখতে দেখতে স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল প্রায় ষাট বছর আগের আমার ছোটবেলার টুকরোটুকরো কাহিনী।

আমরা কয়েকটি পরিবার তখন পাটনা সহরে কাছাকাছি থাকতাম। সেযুগে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বেশ একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠতো। আমার বাবা সরকারি কাজ করতেন। পাশের বাড়ীতে থাকতেন মনুদা, ভালো নাম মনমোহন, তাঁর বাবার ওষুধের দোকান ছিল, পরিবারটি ছিল বেশ অবস্থাপন্ন। আর একটু দূরে মাধবীদিরা থাকতেন, তাঁর বাবাও সরকারি কর্মচারী ছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন বিকাশকাকুরা, তাঁদের তিন ছেলেমেয়ে আমাদের তিন ভাইবোনের বয়সের কাছাকাছি। প্রকাশ জেঠুর দুই ছেলেও আমাদের খেলায় সঙ্গী ছিল।

একই পাড়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমরা পাঁচটি পরিবার থাকতাম। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে আমরা প্রায় দশবারো জন। আমাদের মধ্যে মনুদা ছিলেন সবার বড়ো, কলেজে পড়তেন। মনুদাদের বাড়ীর বাইরের ঘরে আমরা সবাই সন্ধেবেলায় স্কুলের পড়াশুনো করতে বসতাম। দরকার হলে মনুদা আমাদের পড়া বুঝিয়ে দিতেন, ঝগড়া আর কথা কাটাকাটি সামলাতেন। রাত নটার কাছাকাছি আমরা বাড়ী ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়তাম। মাধবীদি উঁচুক্লাসে পড়তেন, উনিও মাঝেমাঝে পড়া জানতে মনুদার কাছে আসতেন, তবে আমাদের মত রোজ নয়। এইভাবে এক পরিবারের মত আমরা এতগুলো ছেলেমেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছি।

দিন যেতে থাকে। নানাদিক থেকে মাধবীদির বিয়ের সম্বন্ধ আসা সুরু হয়। মনুদার মায়ের মাধবীদিকে বৌ করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ওর বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। আরো পরে বুঝতে পেরেছিলাম যে দুই পরিবারের আর্থিক বৈষম্যই মনুদার বাবার আপত্তির প্রধান কারন। যাই হোক কিছুদিনের মধ্যে খুব ধুমধামের সঙ্গে মাধবীদির বিয়ে হয়ে গেল। এর পরে মা মাসিমারা একত্র হলে তাঁদের মুখে নানাকথার মধ্যে দেবদাস আর পার্বতীর খবর এই ঐ এইরকম মাঝেমাঝে কানে আসত। তখন ঠিক বুঝতাম না কাদের কথা হচ্ছে, ছোট বলে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারতাম না। পরে বুঝেছি মনুদা আর মাধবীদির কথা বলতেন ওঁরা।
মাধবীদির বিয়ে হয়ে যাবার কিছুদিন পরে মনুদা পাটনা ছেড়ে বেশ দূরে একটা স্কুলের চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। বাড়ীতে ওঁর মন টিকছিল না। ওঁর মা খুব কান্নাকাটি করতেন, অমন হাসিখুশী মানুষটি সবসময় মুখভার করে থাকতেন। একে ছেলে কাছছাড়া, তার ওপর বিয়েও করবে না, আমাদের মা কাকিমার সঙ্গে দেখা হলে তিনি কথা বলতে পারতেন না, খালি কাঁদতেন।

বিয়ে হয়ে মাধবীদি দানাপুরে চলে গেলেন। স্কুল শেষ হবার আগেই ওঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, স্বামীকে রাজী করিয়ে দানাপুরে থেকে পড়াশুনো চালিয়ে যান আর সেখান থেকেই বিএ পাশ করেন। ছুটিছাটায় ওঁরা পাটনায় এলে আমরা যেতাম দেখা করতে। জামাইবাবু আমাদের গল্প বলতেন নানারকমের আর নানাদেশের। তাঁর পকেটভর্ত্তি চকলেট থাকত, মাধবীদির ভাইবোনের সঙ্গে আমরাও সমান ভাগ পেতাম।

মাধবীদির শ্বশুর ছিলেন না, শ্বাশুড়ীমাও বিয়ের দুবছর বাদে মারা যান। এক দেওর ছিল, পরে তারও বিয়ে হয়ে গেল, ছেলেপুলেও হল, কিন্তু মাধবীদির হয়নি বলে নানারকম কানাঘুষো চলত, এসব ব্যাপারে তো পাড়ার লোকদেরই যত মাথাব্যথা।

মাধবীদির বিয়ের বছর পাঁচেক পরে মনুদার বাবা মারা যান। তখন মায়ের কান্নাকাটিতে মনুদা বাড়ী ফিরে আসেন। মনুদার শরীর পাটনা ছেড়ে যাবার পর খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসার অল্প কয়েকদিনের মধ্যে খুব অসুস্থ পয়ে পড়েন। উঁর মা যখন একলা সবদিক সামলাতে পারছিলেন না, তখন মাধবীদি বাপের বাড়ী আসেন আর খবর পেয়ে মনুদার সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নেন। জামাইবাবুও একরকম জোর করেই মনুদার মায়ের সাহায্যের জন্যে মাধবীদিকে পাটনায় রেখে যান।

আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, অনেক কিছুই বুঝতে পারি, মাসিমারা কেন যে উঁদের দেবদাস আর পার্বতী বলতেন তাও বুঝতে অসুবিধে হয়না। বিয়ে হয়ে আমি চলে এসেছি কলকাতায়। খবর পেলাম যে যমে মানুষে টানাটানি করে একমাস বাদে মনুদা পথ্য পেয়েছিলেন। আরো ছমাস বাদে খবর পেলাম যে মনুদা আর মাধবীদি দুজনেই কলকাতায় স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে এসেছেন।

জামাইবাবু মনুদা আর মাধবীদির ভালোবাসার কথা জানতেন। উনি মাধবীদিকে খুবই ভালোবাসতেন, ঐ বয়সে যে কত গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন তার ঠিক নেই। তবে উঁদের বিয়ের দিনে বিশেষ কিছু করার কথা দেখিনি বা শুনিনি, যদিও এখনকার মত সেকালে বিবাহবার্ষিকী নিয়ে খুব যে একটা হৈচৈ হত তা নয়। পরে অবশ্য জেনেছি যে জামাইবাবু অক্ষম পুরুষ ছিলেন। সে সময় এই রোগের চিকিৎসা কিছু বোধহয় ছিল না, বন্ধুদের কথামত বিয়ে হলে সব ঠিক হয়ে যাবে সেই ভেবে বিয়ে করেছিলেন। সে আশা পূর্ণ হয়নি বলে নিজেকে খুব অপরাধী মনে করতেন। তাই নিজে থেকেই উদ্যোগী হয়ে মনুদা আর মাধবীদির কলকাতায় চাকরির আর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা তো করেনই তা ছাড়াও বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে মাধবীদিকে মুক্ত করে মনুদার সঙ্গে বিয়েও দিয়ে দেন কলকাতায় গিয়ে।

বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পাটনার কেউই নাকি এসব খবর জানতে পারেনি তবে এ তো দীর্ঘকাল চাপা থাকতে পারেনা। শুনেছি যে মনুদার মা আর মাধবীদির বাড়ীর সকলেই এই ব্যবস্থা বেশ খুশীমনেই মেনে নিয়েছিলেন। আমি কলকাতা ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসার পরে কয়েক বছরের মধ্যে মাধবীদির দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে হয়েছিল। জামাইবাবু উঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ছেলেমেয়েরা উঁকে বাবার বন্ধু বলে জানতো, কাকু বলে ডাকতো।

গতবারে যখন দেশে গিয়ে উঁদের খোঁজ করি তখন জানতে পেরেছিলাম যে আগে মাধবীদি তারপরে মনুদা দুমাসের ব্যবধানে গত হয়েছেন। যদিও ছেলেমেয়েরা সব বড়ো হয়ে গেছে বিয়েথাও করেছে তাহলেও এত তাড়াতাড়ি মা বাবা দুজনকে হারানোর দুর্দিনের সময় কাকু তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়ে দুঃখবেদনা লাঘব করেছেন। জামাইবাবুর বয়েসও তো কম হলনা, এখন তিনি কিছুদিন ভাইয়ের কাছে আর কিছুদিন মাধবীদির ঐ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটাচ্ছেন।

যতদূর জানি মনুদা আর মাধবীদির জীবন বেশ সুখেই কেটেছিল। শরৎবাবুর দেবদাস আর পারুর মত নয়।

মিষ্টি

সুস্মিতা মহলানবীশ

শ্রীলেখা আর রীতা দুজনে পাশাপাশি সোফায় আধশোয়া হয়ে গল্প করছে। রীতার শরীরটা বেশ ভারী হতে চলেছে, কারণ সে অন্তসত্ত্বা। শ্রীলেখার ছোট দুবছরের ছেলেটা ওপরের ঘরে ঘুমচ্ছে। শ্রীলেখা রীতাকে বলল – হ্যাঁরে তোর সোনগ্রাম হয়েছে? রীতা উত্তর দিল – হ্যাঁ, শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করল, ডাক্তার কি বলল? তোর ছেলে হবে না মেয়ে হবে? রীতা বলল – জানলেও তোদের কাউকেই বলছি না এখন, তোরা যা ভাবছিস ভেবে যা, দেখি কার কথা সত্যি হয়। শ্রীলেখা বলল – ও মিষ্ট্রি ! একটু থেকে শ্রীলেখা আবার বলল – তুই রবিকেও বলিসনি? রীতা উত্তর দিল, না, আর হেসে শ্রীলেখার দিকে তাকিয়ে শ্রীলেখাকে বলল – আমার যদি মেয়ে হয়, তা হলে হয়তো তোর ছেলেটার সাথেই ঝুলে যাবে। শ্রীলেখা হাততালি দিয়ে বলল – দারুণ হয় তা হলে, বুড়ো হলে আমরা সবাই ওদের সুযোগ সুবিধে মত একসাথে ওদের ওখানে চলে যাব এবং হৈ চৈ করে সময় কাটিয়ে আসব।

অরিন্দম ও রবি চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। অরিন্দম বলল – দেখ গিয়ে তোমরা আমাদের গেরাজের অর্ধেক ভর্ত্তি হয়ে গেছে ভবিষ্যত ভি.আই.পির ক্লিব, মেট্রেস, চেঞ্জিং টেবিল ও ড্রেসার দিয়ে। শ্রীলেখা বলল - বিছানায় পাতার জিনিসপত্র ও সব কিনে এনেছো কি? অরিন্দম কিছু বলার আগেই রবি উত্তর দিল – নারে বাবা, অতদূর পর্য্যন্ত এগুনো যাচ্ছে না। রীতা বলল – না না, অতদূর না যাওয়াই ভালো, ছেলে না মেয়ে হয় দেখে নিয়ে ম্যাচ করে ওটা কেনাই ভালো।

Labor Day র সেল ছিলো, তাই সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ রীতা, রবি ও তাদের ছেলে যশ , সবাই মিলে ঐ জিনিসগুলি কেনার জন্য ২/৩টা দোকান ঘুরে দেখে এসেছে। ৩ ঘন্টা ঘোরাঘুরিতে যশ ও ভবিষ্যৎ জননী দুজনের অবস্থাই কাহিল হয়ে পড়ায় সবাই বাড়ি ফিরে এসে লাঞ্চ করে। লাঞ্চের টেবিলে বসেই ঠিক হয়, দুই পুরুষই চলে যাক প্রথম দেখা দোকানটায়, ওখানকার জিনিসগুলি ও দাম সবারই পছন্দ হয়েছে। অরিন্দম বলল – আচ্ছা, আমরা এত কষ্ট করে সব নিয়ে আসলাম তার জন্য এখন কি পাব? রীতা বলল – কেন চা তো? তা ওটা তোমরা নিজেরাই বানিয়ে নিয়ে এসে তোমরা খাও, আমাদেরও খাওাও। শ্রীলেখা অরিন্দমকে উদ্দেশ্য করে বলল – এই জানো, রীতা কি বলছিল। ওর মেয়ে হলে আমাদের ছেলের সাথেই হয়তো ঝুলে যাবে। রবি হো হো করে হেসে বলল – ঐসব উর্বর মস্তিষ্কের সুন্দর কল্পনা। রীতা একটু ক্ষেপে গিয়ে বলল - কি উর্বর মস্তিষ্ক? এই, পরীক্ষার সময়ে কার কাছে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকতে? এই, আমায় একটু এই প্রশ্নটা বুঝিয়ে দেবে? রবি একটু শান্ত গলায় বলল – নারে বাবা ওরা কি আমার তোমার মতো দু'চারটে ছেলে মেয়ের মুখ দেখতে পাবে? কত রকমের বুদ্ধি এখানকার ছেলেমেয়েদের। একটু থেমে আবার বলল – তাছাড়া কার কখন কাকে পছন্দ হয়! এইসব নিয়ে এত তাড়াতাড়ি জল্পনা কল্পনা করলে দুঃখ পেতে পার।

অরিন্দম বলল – রবি, তোমরা সবাই এখানে বস, আমি চায়ের জলটা চাপিয়ে আসছি। শ্রীলেখা ও রীতা ততক্ষণে আধশোয়া থেকে উঠে বসেছে। অরিন্দম রান্নাঘরে চায়ের জলটা ঠিক করতে করতে একটু চেঁচিয়ে বলল – লেখা, তুমি কি ওদের হিপিমাসীর বাড়িতে যাওয়ার কথাটা বলেছো? শ্রীলেখীকে সংক্ষেপে সবাই লেখা বলেই ডাকে, শ্রীলেখা বলল – না এখনো বলিনি। রীতা ও রবি একসঙ্গে বলে উঠল - কি? হিপিমাসী? শ্রীলেখা হেসে বলল – আড়ালে আমরা ভদ্রমহিলাকে হিপিমাসী বলি, কিন্তু কাছে থাকলে বলি হ্যাপিমাসী। ভদ্রমহিলা একটু সরল আছেন – হ্যাপিমাসী ডাকলে খুশী হন। রবি হেসে বলল – হ্যাপি থেকে আড়ালে গেলে উনি হিপি হয়ে যান? রীতারও হিপিমাসী নামটা শুনে খুব হাসি পাচ্ছে, সে হেসে জিজ্ঞেস করল – আচ্ছা তোমরা ওকে হিপিমাসী বল কেন? অরিন্দমের চায়ের জলটা বসানো হয়ে গেছে, সে ওদের কাছে ফিরে এসে বসতে বসতে বলল - হিপিমাসী বলবো না তো কি বলব বলো? ওনার বাড়িতে উনি আমাদের সবাইকে নেমনতন্ন করেছেন, ওনার গাছের মিষ্টি কুমড়ো সেলিব্রেট করার জন্য। উনি একটা মিষ্টি কুমড়োর ঘ্যাঁট তৈরী করবেন আর বাকি সবাই যা হোক একটা কিছু করে নিয়ে যাবে ওনার বাড়ি এবং সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করবে। রীতা হেসে বলল তোমরা সবাই ওনার ঐ ঘ্যাঁট খাওয়ার জন্য ওখানে যাবে? শ্রীলেখা বলল – হ্যাঁ তোরা রাজী হলে আমরা যাবো। ওখানে গেলে এখানকার বাঙালীদের স্বভাবটাও জানতে পারবি। তাদের শাড়ী, গয়না, গাড়ী ও ছেলেমেয়েদের গল্প শুনতে পাবি। তাছাড়া হিপিমাসীর বর আবার সুরাপানের ব্যবস্থা রাখেন, তাতে দেখবি কত লোকে ১/২ গ্লাসের বদলে ৫/৬ গ্লাস গিলে ফেলেছে। শ্রীলেখার কথা বলার ভঙ্গিতে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। অরিন্দম হেসে বলল তাছাড়া বাড়িটা বড় হওয়ায় অনেক লোক একসাথে ওখানে জড় হলে গানের আসরও বসে এবং প্রতি বাঙালীই আমাদের একটু প্রতিভা দেখানোর সুযোগ পায়। একটু থেমে সে আবার বলল – ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার একটা বিশেষ গুণ আছে – যতরাতই হোক কাউকে কিছু বলেন না। আসর যতক্ষণ চলে ওনারা ততক্ষণ চলতে দেন। কাজেই

অনেকে আদ্দা ভেঙ্গে উঠতে চায় না, একেবারে ভোর রাত করে ছাড়ে। শ্রীলেখা হেসে রীতা ও রবির দিকে তাকিয়ে বলল – ওনাকে হিপিমাসী ডাকার আর একটা কারন আছে, বাড়িঘরদোর পরিষ্কার বা নোংরা তার ধার উনি ধারেন না, নিজে বেশ বড় বড় লাল নীল ফুলওয়ালা জামা পড়ে ঘুরে বেড়ান। কোন পরিপাটির বালাই নেই। কর্তা - গিন্নী বেশ আনন্দেই আছেন। রীতা বলল – উনি কি চাকরী করেন? শ্রীলেখা উত্তর দিল – আরে না, উনি দেশে থেকে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি নিয়ে এম.এ. পাশ করেছেন। এখানে আর কাকে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি পড়াবেন? কিন্তু উনি হিস্ট্রি ছাড়া আর কিছুই ভালোবাসেন না, তাই এখানে বসে বসে ভদ্রমহিলা সবার হিস্ট্রি লেখেন, অর্থাৎ যারা ওনার কাছে যায় তাদের হিস্ট্রি ওনার রোজকার ডাইরীতে। রবি বলল – তোমরা যদি কিছু মনে না কর তা হলে আমি ঐ ঘ্যাঁট খাওয়ার হিস্ট্রিতে যাচ্ছি না। রবির কথা বলার ভঙ্গিতে সবাই একসাথে হেসে উঠল। রীতা হাসতে হাসতে বলল – ঐ হিস্ট্রিতেও একটা মিস্ট্রি আছে। ভদ্রমহিলা হয়তো আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের কিছু জানার আগেই হিস্ট্রি লিখতে আরম্ভ করবেন। অরিন্দম ও রবি প্রায় একসাথেই বলে উঠল – আগে তো তোমার মেয়ে হোক তারপর না হয় ওনার ....। ওদের কথা কথা শেষ হওয়ার আগেই রীতা একটু হাসি মুখে ঝাঁঝালো গলায় বলল – কেন? তোমরা কি ভেবেছো, মেয়ে তো আমার হবেই। রবি বলল – তুমি কি করে এত শিওর হয়ে বলছ তোমার মেয়ে হবে? শ্রীলেখার মন্তব্য শোনা গেল – এইরে, হিপিমাসীর গল্প বলতে মিস্ট্রি খুলে গেল।

কলকাতার টুকরো ছবি

প্রণব কুমার লাহিড়ী

সকালবেলা পাশের বাড়ির ছোট মেয়ে গলা সাধছে - "সা রে গামা পা ধা নি" - কিছুতেই গলা মেলে না। তাই ঘন্টাখানেক ধরে চেষ্টা চলছে উচ্চৈস্বরে।

পাড়ার মাখনবাবু বেড়িয়েছেন কাজে। হাত বাড়িয়ে বাসটা থামানোর চেষ্টা করলেন। কালো ধোঁয়া ছেড়ে বাস চলে গেল। কি মুস্কিল - কাজের দেরী হয়ে যাবে।

থলে হাতে বিমানবাবু চলেছেন বাজারে। সকালবেলা সিগারেটে একটা সুখটান দিতে ইচ্ছা হ'ল। পানের দোকানে দড়িতে আগুন তো আছেই - সিগারেট ধরিয়ে নিন - কি আরাম!

কেনা বেচা চলছে পথের ধারে। যা চান সবই পাবেন - আলু, পেঁয়াজ, এমন কি টিনের গামলায় সাঁতার কাটা জ্যান্তো মাছ। মুরগীর মাংস চান? আপনার সামনেই গলা কেটে পালক ছাড়িয়ে বানিয়ে দেবে।

রাস্তার ধারে সবই রয়েছে। দাঁড়ি গজিয়েছে? পাশেই ইঁট পেতে ক্ষুর হাতে নাপিত রয়েছে।

ক্ষিদে পেয়েছে? ডিমসেদ্ধ, চপ, কশা মাংস থেকে মশলামুড়ি পর্য্যন্ত সবই পাবেন। গলিটার মধ্যে একটা ভাতের হোটেলও খুলেছে। Open air facility। রাস্তার ধারেই উনুন পেতে রান্না হয় - ভাত, ডাল, একটা তরকারী আর মাছের ঝোল। পাশের বাড়ীর পাঁচিলের গায়ে একটা কাঠের তকতা আটকানো রয়েছে। মাটিতে কয়েকটা ইঁট পেতে তার ওপর আর একটা তকতা পাতা। একটাতে থালা রেখে অন্যটায় বসে খেয়ে নিন। বারো টাকায় একবাটি ভাত আর একটুকরো মাছের ঝোল পাবেন। পেট না ভরলে দুটাকায় extra ভাত পাবেন। বড় বাড়ীর গেটের সামনে ইস্ত্রীওয়ালা রয়েছে। দুটাকায় সার্ট আর চার টাকায় শাড়ী কিংবা প্যান্ট সুন্দরভাবে ইস্ত্রী করে দেবে অল্প সময়ে। সেজেগুজে এবার বেড়িয়ে পড়ুন মজা করে।

Atlanta এ খবর পাঠাতে চান? ঐতো সামনেই রয়েছে STD আর cybercafe। ইচ্ছেমতো phone করুন বা email পাঠান।

বড় মজা কলকাতায়। মাঝে মাঝে গিয়ে সেই আনন্দ উপভোগ করুন।

গ্যারেজ সেল

মীরা ঘোষাল

সবাইকার কাছে শুনি তারা নাকি গ্যারেজ সেল organize করতে মাসখানেক ধরে ব্যস্ত। আমি মাঝে মাঝে ভাবি গ্যারেজ সেলে এত কি জিনিসি বিক্রি করার থাকে। প্রতিবেশীদের garage sale এ দেখেছি যে কোন গাড়ি garage sale হচ্ছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। বেশ ভালো ভালো গাড়ি। মোটেই সব গাড়ি beat up গাড়ি নয়। Mercedes, Lexus এমনকি BMW পর্য্যন্ত garage sale দেখে দাঁড়িয়েছে।

আমি American বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞেস করেছি "আচ্ছা এই ভালো ভালো গাড়ির অধিকারীরা garage sale এ কি পায়" । কেউ বলেছে এক ধরনের লোক আছে যারা drug junkie, TV junkie র মতো garage sale junkie। আবার কেউ কেউ বলে ঐ garage sale থেকে অনেক সময় বহুমূল্য antique পাওয়া যায়।
যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (ওয়াকিবহাল) তারা খুঁজে পায়। আমি রসিকতা করে বলি "এতো যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন" । বন্ধুরা শুনে হাসে। Garage sale junkie রা রীতিমতো রেগে যায়। বলে "যে বিষয়ে জানো না তা নিয়ে মজা কোর না"। তাই ও বিষয়ে আজকাল আর কিছু বলি না। কিন্তু ধারণা বদলায় নি।

প্রায়ই দেখি পাড়া প্রতিবেশীরা garage sale করছে। তা ছাড়াও গাছের গুঁড়িতে রাস্তার ধারে garage sale sign প্রতি শনিবার দেখি।

ষোল বছর একবাড়িতে বাস করার পর আমরা ঠিক করলাম অ্যাটলান্টায় move করব। আমার স্বামী সম্প্রতি retire করেছেন। সেদিন থেকে মেয়ে জামাই আমাদের চাপ দিতে শুরু করল, "তোমরা আমাদের এখানে চলে এসো"। প্রথমে তো মেয়ে জামাই বলে "আমাদের এতো বড়ো বাড়ি, basement এ তোমরা বেশ থাকতে পারবে। আমরা তো কেউ সারাদিন বাড়িই থাকি না" । আমি তো রাজি, স্বামী রাজী নন। আমি বলি "ওরা তো সারাদিন বাড়ি থাকে না, অসুবিধে কি?" স্বামী কম কথার মানুষ, সংক্ষেপে বল্লেন "সে হবে না"। আমি আর কথা বাড়াতে সাহস পেলাম না।

বাড়ি কেনা হোল। বাড়ি নয় ছোট দুঘরের condominium। অবশ্য আমাদের আর তার চেয়ে বড় বাড়ির দরকার কি? দুটি মাত্র লোক। কিন্তু ষোল বছর যে বাড়িতে কাটিয়েছি সেখানে তো একটু একটু করে কতো জিনিষ যে জমেছে। ছোট শহরে থাকি বাড়ি বড়ো; বাগান; জমি তো গড়ের মাঠ। গাছপালায় ভরা সবুজ ছায়া যেন মরুদ্যান। রোদে তাপমাত্রা ১০০^0। তার ওপর সুইমিং পুল। এককথায় গরীবের রাজপুরী!

কিন্তু ১৬ বছর আগে যা সখের ছিল এখন হয়ে উঠেছে তা বোঝা। যদিও garage sale এ খুব আস্থা নেই তবু সবাই উপদেশ দিল এতো সব জিনিসপত্র তোমাকে garage sale করতেই হবে। স্বামী বললেন "ওসব ব্যাপারে আমি নেই, সব যা করবার তুমি করবে।" আমি বললাম "দুএকটা জিনিস বাইরে বার করতে সাহায্য করবে তো?" তিনি অনিচ্ছভরে বললেন "সে দেখা যাবে।" একেবারে "না" বলে দেননি। আমি আশা ছাড়লাম না।

Garage sale এর আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। সব জিনিষে দাম সাঁটা - কিছু কিছু জিনিষ ইস্ত্রি করা। সারাদিন সে সব করে রান্না করে খেয়ে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে একেবারে যেন আধমড়া হয়ে গেলাম। ভাবলাম একটু শুয়ে নিলে শরীরে বল পাবো। স্বামীকে বললাম "আমি দশ পনেরো মিনিটের জন্য একটু শুয়ে নিচ্ছি। তারপর উঠে যা বাকী আছে সব করব"। স্বামী অন্যমনস্ক ভাবে বললেন "ঠিক আছে"। একবার ভাবলাম বলি "১০/১৫ মিনিটে ঘুমিয়ে পড়লে উঠয়ে দিও"। কিন্তু দেখলাম কম্প্যুটারে মগ্ন - বলে কোন লাভ হবে না।

গিয়ে শুলাম। দেখলাম ঘুম আর রুখে রাখা অসম্ভব। ভাবলাম ৫/১০ মিনিট ঘুমিয়ে উঠে যাব। একেবারে শুতে না শুতে রাজ্যের ঘুম আমাকে কোথায় তলিয়ে নিয়ে গেল।

ঘুম ভেঙে গেলো, ঘড়ি পড়েই শুয়েছিলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে গেল। রাত দুটো !! দুবার চোখ কচলে দেখলাম - ঠিক দেখছি তো ! ভুল হবে কি করে, ছোট কাঁটা ২ এর ঘরে বড় কাঁটা সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে বারোর ঘর ছুঁয়ে। আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। প্রথমটা সম্বিত ফিরে পেতে বেশ কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল।

চোখে মুখে জল ছিটিয়ে গিয়ে ইস্ত্রি শুরু করলাম। ঘন্টাখানেক লাগল ইস্ত্রি করতে। ইস্ত্রি করতে করতে ভাবতে লাগলাম কাল এত ইস্ত্রি করলাম তাও এত বাকি রয়েছে। রাত দুটোয় কাঁচা ঘুমে উঠে গিয়ে ইস্ত্রি করলে মনে তো হবেই এ যেন দুস্তর মরু।

প্রতিবেশীরা বলে দিয়েছে ৫/৬ টার মধ্যে গ্যারেজ সেল শুরু করতে হবে। তখন থেকেই লোক আসতে শুরু করবে। আমি যতটা পারলাম কিছু কিছু জিনিস বার করলাম।

তারপরেই বিপত্তি। আমি ডায়াবেটিক। দুবেলা ইনস্যুলিন নিতে হয়। আজকাল কিছুদিন ধরে ওজন কমাবার চেষ্টা করছি, তাই প্রায়ই ইনস্যুলিন রিএ্যাকশন হচ্ছে। শুরু হয়ে গেল ইনস্যুলিন রিএ্যাকশন; যাদের এবিষয়ে জানা নেই তাদের জন্য বলি খাওয়া ও ইনস্যুলিন ডোজের সাম্য না থাকলে হঠাৎ রক্তের স্যুগার কমে গিয়ে জ্ঞান হারাবার মতো হয়। তখনই কিছু খেয়ে রক্তের স্যুগারের মাপ ঠিক করা প্রয়োজন। আমাকে গিয়ে স্বামীকে ওঠাতে হ'ল এবং বললাম "দুটো পাঁউরুটি সেঁকে জেলি মাখিয়ে দাও। চা ভিজিয়েছি, এক কাপ চাও দিও। ইনস্যুলিন রিএ্যাকশন হচ্ছে।" আমি ভাবলাম একথা শুনলেই স্বামী চটে যাবেন। দেখলাম তিনি কিছু না বলে চা ও টোস্ট করে এনে দিলেন। খেয়ে ধরে প্রাণ এলো।

আটটা থেকে লোক আসা শুরু হ'ল। কেউ সত্যিকারের খদ্দের নয়। সবাই এটার দাম জানতে চায় ওটার দাম জানতে চায় কিন্তু কেউ প্রায় কিছুই কেনে না।

একজন তো ঝুলে পড়ল গাড়িটা বিক্রী করব কিনা! দোষের মধ্যে গাড়ির ওপর কিছু কিছু পণ্য সামগ্রী রাখা ছিল। যত বলি গাড়ি বিক্রীর নয় - কে কার কথা শোনে। তখন বললাম "ষোল হাজার ডলার!" জোঁকের মুখে নুন পড়ল – আর একটি কথা না বলে তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন।

১০টা নাগাদ দুটি সত্যিকারের খদ্দের এলেন। নাৎনীর হাইচেয়ার ও প্লেপেন ছিল একেবারে নতুন, কিং সাইজ বিছানার চাদর, কিং সাইজ বেডস্প্রেড। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সব নিলেন; প্রতিটি জিনিষ প্রায় নতুন আরও দশ ডলার পেলে পোষাত, কিন্তু আমি তখন বিধ্বস্ত – যা বলল তাতেই রাজী হলাম।

শেষ পর্য্যন্ত বারোটা বাজল। লোকজন আসা বন্ধ হ'ল। আরো কিছুক্ষন অপেক্ষা ক'রে ভেতরে এসে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম "তোমার খাওয়া হয়েছে?" তিনি বললেন "আমি খেয়ে নিয়েছি, আমি জিনিসপত্রের দিকে লক্ষ্য রাখছি, তুমি খেয়ে নাও।" আমি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করলাম। বললাম "তুমি এয়ারকন্ডিশন চালিয়ে গাড়িতে বসো, চাইলে গানও শুনতে পার।" তিনি বললেন "তুমি গিয়ে খাও, আবার ইনস্যুলিন রিএ্যাকশন হবে।"

যাইহোক খেয়ে নিয়ে একটু ধাতস্থ হলাম। তখন আর প্রায় খদ্দের নেই। আমি স্বামীকে বললাম "তুমি এবার ভেতরে যেতে পার। আমি গাড়িতে বসছি।" গাড়িতে এয়ারকন্ডিশন চালিয়ে বসলাম। গাড়িটা ছায়ায় ছিল, এয়ারকন্ডিশন চালিয়ে খুবই ঠাণ্ডা, খুবই আরামদায়ক। পেটে খাবার পড়েছে রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি – তার ওপর কণিকার গান বাজছে টেপ রেকর্ডারে। চোখ ঘুমে ঢুলে আসতে লাগল। জোর করে জেগে থাকবার চেষ্টা করেও থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েই আবার চমকে জেগে উঠছি। কতক্ষণ এরকম চলল জানি না। বেশ ক্ষানিক্ষণ পর শরীরটা বেশ ঝরঝরে হ'ল। জেগে গাড়িতে বসে রইলাম কিন্তু কোন খদ্দের আর আসে না। বেশ মেঘ করেছে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে। যাইহোক গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে চারিদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিলাম। একি!! চোখ কচলে নিয়ে ভাল করে দেখলাম। ২৮ ইঞ্চি অ্যামেরিকান ট্যুরিষ্টার স্যুটকেসটা নেই। একটা বড় বাটিকের চামড়ার ভ্যানিটিব্যাগও নেই। ভেতরে গিয়ে কর্তাকে জিজ্ঞেস করলাম "তোমার কাছে কোন খদ্দের এসেছিল নাকি?" তিনি অবাক হ'য়ে বললেন "আমি তো ভেতরে, তুমি বাইরে, এলে তোমারই জানার কথা!" আমি আমতা আমতা করে বললাম "একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলামা" স্বামী বললেন "ঘুমের আর দোষ কি, সারারাত জেগেছো।" কাঁচু মাচু হ'য়ে বললাম "মনে হচ্ছে দুটো জিনিষ চুরি হ'য়ে গেছে।" তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। "সে কি! কি চুরি হ'ল?" আমি ভয়ে প্রায় বললাম "অ্যামেরিকান ট্যুরিষ্টারের বড় স্যুটকেসটা ও শান্তিনিকেতনী বাটিকের বড় পার্সটা।" স্বামী রাগ করার বদলে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন "চোরের রুচি আছে, বেছে বেছে সেরা জিনিষ নিয়েছে।" আমিও হাসিতে যোগ দিলাম। তাছাড়া কিবা করার আছে? নিজের বোকামীতে চোরের চেয়েও নিজের ওপরই রাগ হ'তে লাগল।

বৃষ্টি এল, সব জিনিষ দুজনে মিলে তুললাম। বাইরে কিছুই হয়নি ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে বাজতে লাগল "কি ঘুম তোরে পায়াছিল হতভাগিনী।"

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম garage sale আমার কাজ নয় – "যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে"।

PAYING TOO MUCH FOR YOUR LIFE & HEALTH INSURANCE?

MAYBE I CAN HELP!

Rajesh Jyotishi
CFP, MCFP, CSA

A PARTIAL LIST OF COMPANIES I REPRESENT

- Aetna
- American General
- American Medical Security
- American Skandia
- Banner Life
- Best Insurance
- Blue Cross/Blue Shield
- Cigna
- CNA
- Conseco
- Coventry
- Equitable
- First Colony Life
- First Penn Pacific
- Golden Rule
- Great West
- Guardian
- Humana
- IMG (Intl. Medical Group)
- ING/Reliastar
- Jackson National
- Jefferson Pilot
- John Alden
- John Hancock
- Kaiser Permanente
- Lincoln Benefit Life/Allstate
- Metropolitan Life
- Midland National
- Nationwide
- New York Life
- North American
- Pacific Life
- Performax
- Principal
- Provident
- Prudential
- Transamerica
- Unicare
- United HealthCare
- Unum
- U. S. Healthcare
- Visit USA Healthcare
- Western Reserve
- Zurich/Kemper
- Plus Many More!

I do not work for an insurance company, I work for YOU!

I represent a carefully selected group of financially sound, reputable insurance companies, and I place your policy with the company offering suitable coverage at a competitive price.

Call me for:

- Life Insurance
- Health Insurance
- Visitor's Health Plans
- Disability Income Insurance
- Long Term Care
- IRAs, 401k, SEP-IRAs, SIMPLE*
- Annuities*
- Mutual Funds*

SHALIN FINANCIAL SERVICES, INC.

770-451-1932 • 800-451-5561

2376 Shallowford Terrace, Atlanta, GA 30034-3706

www.ShalinFinancial.com

Email: Info@ShalinFinancial.com

For more complete information about any of the above mentioned investment company products including fees and expenses, please contact my office for a prospectus. Read the prospectus carefully before investing or sending money.

*Securities Offered thru FSC SECURITIES CORPORATION
A Registered Broker/Dealer Member NASD/SIPC

Once you wear our sarees, You won't wear anything else!

RUPALI Sarees

Famous in London, UK
For over 20 years.
Now in
Atlanta, Georgia

Bhindi Center 1072 Oaktree Road . Decatur,GA 30033

404-486-8855

Drawing by Anik Das

Drawing by Anish Das

Jasmine and Incense

Monalisa Ghosh

"Bye Jhilly, you be a good girl and listen to your grandmother. I'll see you in a few weeks. Oh and don't call her grandma, call her Didi-ma, that's what we call her in India," Momma whispered to me as she bent down to kiss my cheek. I watched her get in the cab that was taking her to the Calcutta airport from where she would fly away to visit some relatives on the other side of the country. I couldn't believe my mother was leaving me with this old woman who I had only met yesterday, but I had no other choice. I looked up nervously at the brown, hollow face of the newest addition to my little world. My grandmother continued rocking back and forth on her creaky, wooden chair. Every time her weight fell on the back rocker, the chair creaked and a flash of sunlight glinted off her completely silver hair. Her eyes, full of sadness and exhaustion from years of hard work looked at me tiredly as if I was yet another burden for her seventy year old shoulders to carry. I started to walk off the large open porch and onto the soft green monkey grass when she finally spoke in the language I had only heard my parents speak at home.

"Jhilly why don't you come inside and let me give you some lunch."

I stomped my feet as I walked on the dirt floor of the kitchen trudging along behind my grandmother. She sat down on the floor and began dishing the gooey mess out to me. I stared at the yellowish curry, then I pushed the plate away and crinkled my nose. "I don't wanna eat that, it's nasty, and I want some real good food."

"Alright then, don't eat it, maybe we can do something else. We can go to the street market tomorrow and get some food and whatever else you need besides what your mother left for you. We can..." Before Didi-ma could finish I had begun rattling off my wish list of what I wanted her to buy me. Didi-ma just shook her head disapprovingly at my greedy requests and took my hand.

"Come on Jhilly, it's almost five o'clock, I have to start on my walk so that I can get back in time to cook dinner."

"But it's hot outside and momma just bought me those new shoes, I can't get them all dusty," I whined pitifully.

"Don't worry about it, shoes are made to wear not put on display, now come on, when I was a little girl we had to walk to school in this heat with no shoes on at all," she said with a stern look on her face.

I smiled to myself. I had heard that same story from my momma whenever I complained about anything. I took my grandmother's hand and we set off kicking up brown dust as we walked along the country road toward the long yellow river.

****

"Can we puh-lease sit down Grand—I mean Didi-ma, I am so tired, my feet hurt, it's hot and why do we have to keep walking? I don't see any house. Are you sure it's over here."

My grandmother shushed me and grabbed my hand. "Bow your head and close your eyes, this is where the temple was, through that road." She pointed at a small ox-cart trail through the thick woods.

"Let's go inside and see if it is still there," she said in that disturbingly cool, calm, quiet voice of hers.

I wasn't exactly sure what "the temple" was. She had been talking about the wonderful white house by the river that had been the temple she used to go to with her family when she was a little girl about my age. I followed my grandmother unsure of what kind of place a temple was. My mother had told me something about religion, but at my seventh year in life it did not make any sense to me. I always followed all of the rituals and prayed whenever my parents told me too. I guessed that this was another ritual that we had to follow, so I hurried to catch up to my grandmother who was surprisingly able to maneuver quickly through the thick brush. The scattered dust on the path showed traces of wheel marks and footprints—someone had just recently passed over the trail. As we walked a little farther, we came to a small clearing in the woods. The trail ended here and the ground was carpeted with thickly growing green grass. The lawn extended farther and farther into the woods then we glimpsed something in the distance. Compared to the land, the house was relatively small, but white with a large square front and

two small rooms attached to each end. The house looked old, but it had been repainted and the broken windows had been repaired temporarily with small pieces of wood. The back to the house was bordered by beautiful tube roses growing wild and a large mango orchard stretched far on all sides of the house. I knew that anyone who owned this much land must be rich, but the house was so poor looking compared to it. Didi-ma had kept walking and did not even stop to observe the beautiful flowers and fruit trees. I stepped up to the house where my grandmother had disappeared to and I lifted my foot up to take a step, but my foot fell down to a step that over the years had sunk deep into the ground and the smell of crushed mint leaves floated to my nose. I walked up to the door but stopped to first examine the beautiful hand carvings of Hindu gods on the brown wooden door frame. I realized this must be a Hindu shrine, so I decided to go in, maybe it would make my grandmother happy if I went.

As soon as I walked in, I felt my stomach turn at the strong smell. The powerful smell of incense mingled with jasmine flowers was beautiful, but another stench that I could not identify overpowered the smell of the holy flowers.

When I walked in she was kneeling in front of a beautiful blue marble statue of a god, which I recognized as the one that my mother kept a small replica of in our house. As instructed by my mother, I bowed my head and put my hands together in a praying position. My stomach felt queasy as the priest who had suddenly appeared while I was praying lit some more incense. The small priest was dressed in a large white cloth wrapped around his sickly looking body and his white hair shone radiantly through the darkness of the rest of the building. I wanted to leave that place immediately. The holy flowers scattered everywhere and the smell of hot summer days mixed with clouds of incense made the dark house even more suffocating. By the time I opened my eyes from my quick prayer my Didi-ma had disappeared again. The priest beckoned to me and I followed him to a small hallway to wait for my grandmother while he went into a door at the end of the hall.

"You wait here while your grandmother helps me," he said and he closed the door halfway.

After a few minutes, Didi-ma emerged from a side room with a worried frown on her face and when she saw me she took my hand.

"Listen Jhilly, I should take you home. I need to make your dinner and put you to bed."

"Why Didi-ma? What do you wanna do here, we have that same statue at home..."

Before she could answer, the door that Didi-ma had just come out of creaked open and the priest called for my grandmother to come quickly. I followed her as she hurried into the room, but I was not prepared at all for the sight that met my eyes. The relatively large room was covered, almost littered with wasted bodies of small sickly looking children, some were laying in beds being tended to by a few nurses, others were laying on blankets on the floor crying for water or playing by themselves with makeshift toys. I stared in horror at what seemed to me a grotesque sight. The sunken faces turned toward me, their suffering evident in their large, dark eyes. Before I knew what I was doing, my legs began running and carrying me away from that horrible scene. I didn't want to see those children: it made me shiver inside. I couldn't watch people so different from me: honestly, I felt sort of irritated and uncomfortable looking at them.

I ran outside and leaned against a small mango tree in the shady orchard a little way behind the temple to catch my breath. I heard my grandmother calling my name looking for me. I walked away from the shadow of the tree and she came forward.

"I'm sorry Jhilly, you shouldn't have seen those poor children," she said with sympathy in her voice.

"Why do you want to take care of those kids, they're dirty and nasty and I don't want you taking care of them, you're supposed to be taking care of me for Mommy," I said, my voice starting to whine again.

"Those children are not dirty and nasty, some of them are your age, some younger. They're hungry every day several of them get sicker, from disease and hunger and...neglect. This is the only hope most of them have, and if they are lucky, they might be able to find a home. You're just scared of them, that's all."

I scowled at her, my anger and disgust at the awful sight growing every minute. Didi-ma turned away from me and began walking back to the house. "Don't worry, you're too young now,

but as you grow older, things become clear to you. Something inside of you will pull you here, you'll see, you'll do what you have to do."

I had no idea what she was talking about but I had just met her that day and I didn't know her well enough yet, but the tone of her voice compelled me to move forward. I sighed and began to walk back into the temple. The sharp scent of jasmine mingled with incense traveled to my nose again but this time I knelt beside my Didi-ma in front of the shrine. She took my hand and put a handful of white scented jasmine in my palm and folded my fist. She held my small, brown hand in her hard darker one and we solemnly bowed our heads in prayer for the children as she hid a contented smile behind the ringlets of burning incense.

(This award- winning short story was published in The Occulus. Monalisa Ghosh, a nationally recognized poet, writes short stories, and articles on literature, philosophy and religion in her pastime. Monalisa, 16, a 2002 National Merit Scholar, is a sophomore in eight-year Doctor of Medicine program at UAB's School of Medicine.)

Musical High

Monalisa Ghosh

Floating above all physical
notes flying frantic, so true
Reflect a myriad of emotion,
yet confuse.

Waves of intense feeling
in each measure
But no pain, nor pleasure.

Just drowning the mind,
No thoughts are needed
Spiritual numbness of kind.

An epiphany spurted deep in the soul
The open heart grows full
Stirred with feelings unknown.

Lost in each melody, comfortably numb,
Rhythm and heartbeat in sync,
Only screeching and wailing to some.

To the limitless mind,
A response too deep.
Beauty overpowers this one,
Likening a pseudo sleep.

Gushes of beautiful joy,
This marriage of music and soul.
Stored in the heart
Retrieved by the mind,
Fulfillment in life's hole.

Texas Sari Sapne

404-633-7274 • 404-327-6383

Grand Diwali & Navratri Sale

Huge selection of CD's, Audios, DVD rentals and sales.

More importantly, you will always receive:

"Service With A Smile"

Open Tuesday-Sunday 11am-8pm

404-633-0009 (Fax)

A Strange Encounter

Sampriti De

It was around Durga Pooja when we were on vacation at an island resort. My sister, Sudeshna & I were exploring a wooded area . . .

We were just strolling along and suddenly, we heard a grunting sound. We were curious, so we decided to set off towards the forest. We walked right into a grassland (which looked like a forest from the outside!) and before we realized it, met eye to eye with a raging buffalo. The buffalo "grinned" at us very wickedly, and pawed at the ground, getting ready to charge. We decided to run for our lives screaming wildly. (This was not my decision!) Suddenly, an amber light glowed behind the clouds. The shimmer of light made a forcefield around us! The buffalo bounced back, astounded and seemed to be paralyzed.

We went on, thinking about the shimmer and where we were.
I also thought it was very unusual for a buffalo to attack a human, they usually mind their own business. "Oh no! We are going to miss Durga Pooja since we are still lost, miles away from our parents!" said Sudeshna. "Hold on, I remember that Ma Durga killed a powerful demon who was in buffalo form!!" I exclaimed excitedly. "Which might mean . . ." Sudeshna and I froze, analyzing the basic facts. "Could it be . . .The shimmer was Ma Durga protecting us with her divine power?"

We actually found our way home after that! We didn't even miss Durga Pooja! The wierd thing was, we didn't seem to remember how we got out of that forest . .

Drawing by Sampriti De

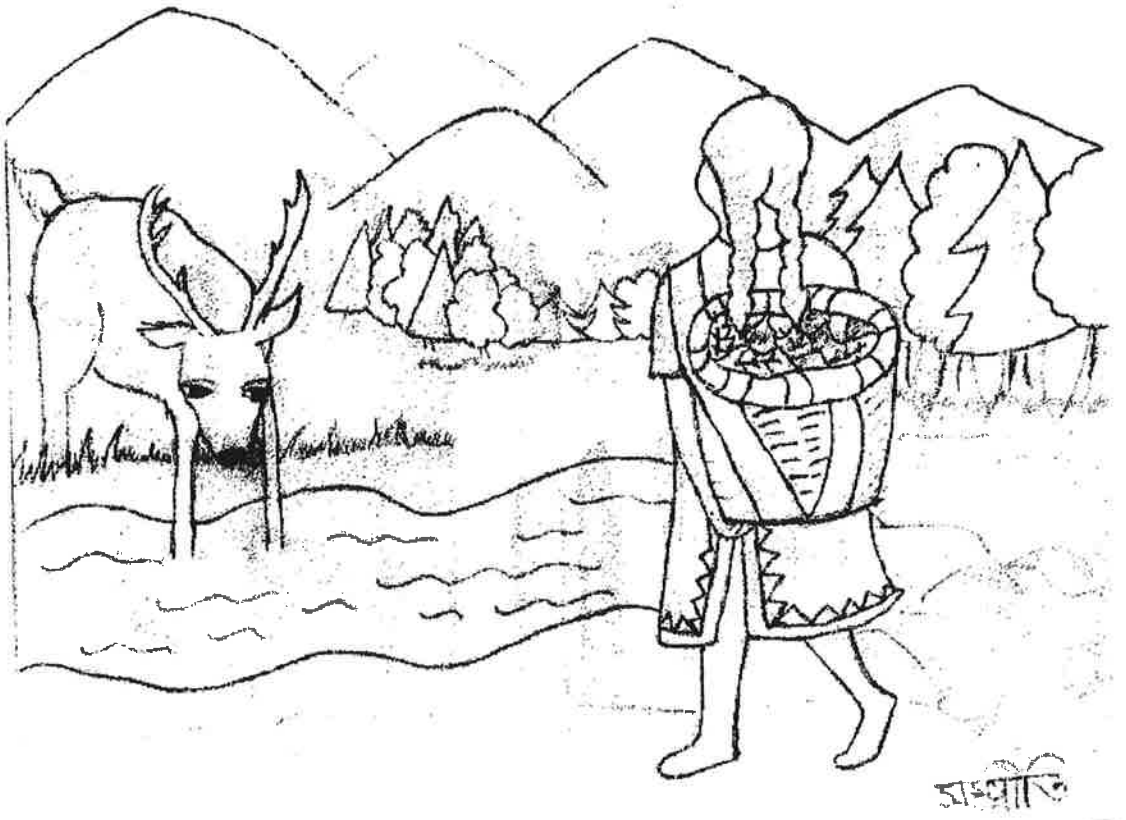

Where I'm From

By Rian Watt

I am from flapping wings and excited cries,
Outside a cathedral where legends have been told,
From signs and darkness, referendums and Boards,
And a building that could be torn down.
I am from slow crawling and bullet fast fun.
I am from tears and ashes of a little friend that I loved.
From the wonder and tenacity of seeing nature on the run,
I am from joy, surprise, tears, laughter,
Six little pink pearls in a nest.
I am from hello, and, how are you,
From which a wonderful friendship was born.
I am from thanks and happiness,
When I knew everyone in my class was my friend,
I am from shivering exhilaration,
And from some new friends I met.
I am from baseball and TAG,
From cheers and moans,
Despair and groans.

A Memorable Twilight
Sujan Bhattacharya

Purple, gold, red and blue,
Riots of color, holy hue;
Over the shore, dangling sun-
I am gazing from room five o one.

The dancing waves, the fleeting colors,
The Panorama began, rendezvous of lovers;
The Botanics awed, hissing pun-
I am gazing from room five o one.

I gazed and gazed to life's lease,
Only witness the Garden trees;
Silhouette Downing, the cricket's pagan-
I am gazing from room five o one.

Street lamps on, mundane dorm,
The boatman laments, eerie form;
Deafening siren, departing train at 7:21-
I am awake in room five o one.

Three 'R's
Ajit Kumar De

Relativity

No two things are alike,
so, also more than one source.
Its not the same tank—
Two fetch water twice.

Revelation

I don't understand 'L—'
they say its divine,
my mute self from within
Often dreams 'X—' to define.

Realization

I was wide awake—
almost the night over,
rumbled thoughts did ramble
at corners far and near.
A face then crept in and
I felt the touch of feather,
I sank in depth, calm prevailed
It was you '—', I swear.

Durgapujo 2001

Jayanti Lahiri, Ph.D

In 2001, we went to Kolkata, India after five years. We went because my niece was getting married in early November. We left Atlanta on October 2nd, spent a wonderful week in London, first with old friends and the last part with my cousin's son in Kent. Our friends, Bhudeb Banerji (Haruda) and his wife Kamala and their two children Rana and Rajat had visited us here in Atlanta. In fact Rana, who was my son Yasho's great friend in Lusaka, Zambia, was also present at Yasho's wedding. We never saw our nephew, the doctor, Dr. Arijit Mukherji in Kent but they turned out to be the most wonderful family. We really enjoyed the four days with them.

We arrived in Kolkata on October 11th. The flight arrived at 1.45 a.m. But a very good friend of ours, again from our Lusaka days, sent his car and driver at the airport. This time we stayed in Ballygunge, where in a yellow two-storeyed house we lived and grew up. Now of course it is a high-rise building with a very comfortable one-bedroomed apartment which stays empty in case any of us was visiting. This apartment is really very comfortable with airconditioning and running hot and cold water, etc. My first cousin Tara, as a result of a request from me, had organized a lady who sent us food twice a day for lunch and dinner. Of course visiting Kolkata after five years, we also had innumerable dinner invitations.

Tara is less than two years younger than me and we really grew up together. I am much more close to her than my own sisters, who are six and ten-and-a-half years younger than I am. Tara has a Ph.D in Vedanta Philosophy and is publishing a book which will come out shortly. Tara's house is walking distance from our place. Walking in Kolkata streets is not pleasant and taxicabs are available always everywhere. Many days we arrived at Tara's place to have breakfast and tea, of course unannounced. But we were very welcome every time. Very soon we found out that the whole neighborhood knew that Bardi and Bara-jamaibabu were visiting.

The best part was that Tara and her husband Sunil do Durgapujo in their house. It was started by his father and this was the ninetysecond year that Durgapujo was being celebrated. It was great fun and there was impromptu music and dance every evening. This also we enjoyed.

My brother-in-law Pradip (P.K.Banerji, whom I met at NABC) is a very good friend of ours and the admiration is definitely mutual. He was one of the panel of judges of the best sarbojanin Durgapujo in town. So on the Mahashtami day, he came and picked us up and took us to Grand Hotel. Gradually the other judges arrived. Grand Hotel provided us with an air-conditioned bus with a police car in front and one at the back as escorts so that we did not have to wait anywhere. Pranab and I went and saw Durga pratimas from Dum Dum to Banshdroni and the judges judged which one was the best. We were very impressed by the lighting. All different shapes, flowers and birds etc, beautifully lit with lights which

were coming on and off. It was really breathtaking. At the end of it all, we came back to Grand Hotel and had a special Durga pujo dinner with 'chhanar dalna' etc. After everything, Pradip brought us home and left. However wonderful Kolkata Durga pujo was, I missed the Atlanta Durgapujo immensely. Since 1980, we have been so intensely involved with the pujo that I really felt that we missed out on something. Probably we will always spend Durga pujo here in Atlanta.

When we left for India, we knew of only one wedding. My niece's wedding took place in Delhi where many of us from Kolkata went by Rajdhani Express, on different dates though. It was great fun. The groom is from Jaipur where we also went. He works and lives in Palo Alto, California. But then there were two other weddings, which we did not know before. One was in the Lahiri family where we had to go to seven occassions. Also a first cousin of mine got married and we were there also. I have a cousin and her husband who live in San Jose. They were there also. One evening they insisted that we go and sing. Singing went on the whole evening. Gradually a big 'Happy Anniversary' cake appeared and we were fed enormously. I was a little embarrassed because they did not tell us anything and we did not carry any gift. But it was an extremely enjoyable evening.

We have friends whom we first met in Lusaka. They now live in Baranagore and have built a beautiful house on the Ganges. On three occassions, we spent three days and nights with them. The husband is a retired surgeon and the wife is an anaesthaseologist. They are great lovers of Indian classical music and we often had musical evenings in their house. The wife still works and in her spare time she cooks and fed us so elaborately.

Kolkata is wonderful. Particularly the warmth of friends and relatives is incomparable. After having spent ten weeks there we came back to Atlanta middle of December and within three days we went to Wilmette to spend Christmas with our daughter's family, an annual ritual.

From there, on the morning of January 7 this year we started driving towards Briarcliff Manor in West Chester County in the state of New York. There was tremendous snow on the way and we had to stop one night on our way. Although we arrived there on the eighth of January, our daughter-in-law Anne treated me to an enormous cake which she had baked and a wonderful dinner and gifts, and a birthday card which said that it was not a belated birthday celebration but they had sent the celebration to extra innings. It was extremely enjoyable. On weekends our son Yasho always drives for hours and takes us to extremely good restaurants for lunch. There was no exception to this ritual even this time. We came back home after spending about a week with them. What a wonderful Christmas holiday !

পূজারীর পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা

ও

অভিনন্দন

GRAND OPENING IN GEWINETT!!! GRAND OPENING IN GEWINETT !!!!

BENGAL STORE & HALAL MEAT – II

950-INDIAN TRAIL RD, STE # 3-A, LILBURN, GA, 30047

PHONE # 770-638-1666, FAX # 770-638-1616

আমাদের ২য় শাখার

শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বিরাট মূল্যহ্রাস চলিতেছে, আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

পূজা সংখ্যা	WHOLE CHICKEN	GOAT /LAMB (WHOLE)	MALAYSIAN PARATHA
$8.99	$1.99 EA	$2.79 LB	$1.39 EA

WE HAVE LARGEST INVENTORY AND BEST QUALITY OF BANGLADESHI FISHES SUCH AS : HILSHA, RUHU, KATLA, BOAL, PANGASH, AYRE, KORAL, BAILLA, BATA, PABDA, SHING, MAGUR, KESKI, KAJOLI, BATASHI, PUTI, MOLA, BAIM, AND ALSO BANGLADESHI PATALI GUR, MURI, CHANACHUR, CHIPS, KALIJERA RICE, TOAST ,CHEERA, AND MANY MORE!!!!!!

RICE-103 100 LB	PER-BOILED DELTA 50 LB	RUHU / KATLA PANGASH (WHOLE)	চিতল মাছের কোপ্তা
$14.99 EA	$14.99 EA	$1.49 LB	$2.99 EA

CERTIFIED HALAL MEAT ও বাংলাদেশী সব ধরনের মাছ ও আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় GROCERY এর জন্য আজই আপনার নিকটবর্তী BENGAL STORE & HALAL MEAT এ চলে আসুন ।

OUR FIRST BRANCH IS LOCATED AT

BENGAL STORE & HALAL MEAT – I

2493 CHAMBLEE TUCKER RD, STE # D, CHAMBLEE, GA, 30341

PHONE # 770-986-4111. FAX # 770-986-0107